দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 14 MAY 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

১৪
050

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ প্রাইভেট টিউশনি

'দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যাজ্য'—এটা অপ্রিয় সত্য। আমাদের আজকের সমাজে রয়েছে বহু জ্ঞানপাপী, যারা নানাভাবে দেশের এবং সমাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধন করছে। আমাদের দেশের বিদ্যা শিক্ষা এখন ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের মান সমান নয়। কোথাও বেশ ভালোভাবে যত্নসহকারে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানদান করা হয়, আবার কোথাও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি চরম অবহেলা প্রকাশ করা হয়। ফলে, এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে, একই কারণে এদেশের শিক্ষার মান এক নয়। এ কারণেই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নানা উদ্দেশ্যে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়।

প্রাইভেট পড়া বা পড়ানো খারাপ—একথা নয়; যারা প্রাইভেট পড়ানোটাকে বিদ্যা ব্যবসা হিসেবে নিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যেই কিছু বলা। আমাদের দেশে গ্রাম থেকে শুরু করে শহরেও ব্যবসাভিত্তিক প্রাইভেট পড়ানো হচ্ছে। এতে যেমন শিক্ষকরা বেশ অর্থ উপার্জন করছেন তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও পরনির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কতিপয় শিক্ষক প্রাইভেট পড়াবার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে পাঠদানে কৃপণতা করেন এবং বাসায় প্রাইভেট ব্যবসা জমিয়ে তোলেন। কখনো অধিক মেধা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা প্রাইভেট পড়ে না। পক্ষান্তরে এমন কিছু শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে যার পেছনে আলাদা সুবিধাজনক স্বার্থ থাকে। অনেক ছাত্র এমন কিছু শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে যারা পরীক্ষার কক্ষেও ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করেন। এ ক্ষেত্রে সৎ এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষকের নিকট কতিপয় ভাল এবং মেধাবী ছাত্র ছাড়া সাধারণ ছাত্ররা প্রাইভেট পড়ে না। ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভাল নম্বরের জন্য পরীক্ষার পূর্বে বিশেষ শিক্ষকদের নিকট দলবলে প্রাইভেটের নামে অর্থ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে, বিদ্যালয়ের পেশাদার শিক্ষক ব্যতীত অন্য কারো কাছে যারা প্রাইভেট পড়ে তারা তেমন আলাদা সুবিধা ভোগ করতে পারে না। আর এ প্রাইভেট পড়াটাই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত কম ভেজাল।

প্রাইভেট পড়ানোটাই বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এ ধরনের প্রাইভেট পড়িয়ে যেমনি শিক্ষকরা অর্থ উপার্জন করছেন— তেমনি তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ছাত্র শিক্ষকের যে সম্পর্ক তা এখন 'বিশেষ' অর্থ বহন করে। এখন অনেকাংশে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মানে টাকা-পয়সার সম্পর্ক। এ কারণে শিক্ষকদের মর্যাদা হ্রাস পেতে চলেছে। কখনো অর্থশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষকরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন। এটা নিঃসন্দেহে শিক্ষক সমাজের জন্য কলঙ্কময়।

অনেকাংশে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট অপদস্ত হচ্ছেন। কখনো 'বিশেষ ব্যক্তি' বা ছাত্রদের চাপে পরীক্ষা কক্ষেও নকল সরবরাহ করতে কতিপয় শিক্ষক কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু আজও আমাদের সমাজে এমন কিছু সৎ নিষ্ঠাবান শিক্ষক রয়েছেন যাঁদের সাথে ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্ক জ্ঞান আদান প্রদানের সম্পর্ক। এ ধরনের শিক্ষকরা আজীবনই শিক্ষার্থীদের পরম পূজনীয় হয়ে আছেন। আর তাঁরা কখনো শিক্ষার্থীদের দুর্ব্যবহারের শিকার হন না।

বিশেষ শ্রেণীর এ শিক্ষকদের জন্য সমগ্র শিক্ষক সমাজের উপর অনেকের বিরূপ ধারণা জন্মেছে।

এমনও দেখা যায় যে, একই স্কেলে বেতন পাওয়া সত্ত্বেও সকল শিক্ষকের অর্থনৈতিক অবস্থা সমান নয়। বিশেষত মানবিক বিভাগের শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগ তেমন পান না। ফলে, তাদের সহকর্মীদের সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার সমতা রাখার জন্য বিকল্প পথ বেছে নিতে বাধ্য হন।

সকল ছাত্রের মেধা সমান নয়, আর এ কারণেই ছাত্রদের প্রাইভেট পড়তে হয়। তাছাড়া সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মান এক নয় বলেও প্রাইভেট পড়তে হয়। তাই, প্রাইভেট পড়ানো বাদ দেয়ার কথা বলছি না। হীন উদ্দেশ্যে এবং বিদ্যা যেন ব্যবসায় পরিণত না হয় শুধু সে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সমাজ ও জাতির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

—মোহাম্মদ তারেক সরকার